কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 30 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... 2 ...

উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করছেন প্রধান শিক্ষকরা

বিতরণব্যবস্থায় পরিবর্তন আসছে, শাস্তির সুপারিশ

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিশুদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। প্রতি মাসে এক শ টাকা করে দেওয়ার কথা থাকলেও অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে শিশুদের আর বাকি অর্ধেক আত্মসাৎ করছেন প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি দেশের শতাধিক স্কুল থেকে এ ধরনের অভিযোগ আসার পর তদন্তে নামে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ১৩টি স্কুলে তদন্তে যান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। চারটি স্কুলে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত দল। এসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নেছার আহমেদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। এমনকি উপবৃত্তি বিতরণ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার জামতৈল উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু শামার বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার মেটাংঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম ও একই উপজেলার হোসনাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম মাসুমা সারোয়ারের বিরুদ্ধেও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার নবগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রানী বালা সরকারের বিরুদ্ধেও অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা ও ত্রিশাল উপজেলা, কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, বরিশাল জেলার বাউফল, কাঁঠালিয়া, বেতাগী, ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জানা যায়, মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ৩৬ নম্বর নবগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ৩৬৪ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে এক হাজার ২০০ টাকা করে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রধান শিক্ষিকা অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে ৬০০ টাকা করে প্রদান করেন। বাকি টাকা প্রধান শিক্ষিকা আত্মসাৎ করেন বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে অভিভাবকরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবরও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার মেটাংঘর ও হোসনাবাদ গ্রামের পৃথক দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছিল এলাকাবাসী। এ নিয়ে ওই এলাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে এবং অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তারাও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির বার্ষিক এক হাজার ২০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা করে কেটে রেখেছেন।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম জানান, 'ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিশুদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণের অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার অনেকের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যাদের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছি। অনিয়ম করে কেউ পার পাবে না।'

মন্ত্রণালয়ের এই অতিরিক্ত সচিব আরো জানান, 'অধিদপ্তর অবশ্যই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এখানে গাফিলতির আর কোনো সুযোগ নেই। তবে এখন থেকে আমরা উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ রাখতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। যারা অনিয়ম করবে তারা শাস্তি পাবে আর যারা ভালো করবে তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।'

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নেছার আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের সময় প্রতি জেলায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে দুজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উপবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালককে আরো সক্রিয় হওয়ার জন্য বলা যেতে পারে, যাতে প্রতি জেলায় কর্মরত মনিটরিং কর্মকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। উপবৃত্তির প্রকল্প পরিচালককে আরো নিবিড়ভাবে তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কমপক্ষে ২৫টি স্কুলে উপবৃত্তি বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এখনো সব স্কুলে তদন্ত শেষ হয়নি।